সুদক্ষিণা

যাত্রিকগাথা

তুমি এই গ্রীষ্মের দুপুরে এসে নীচ থেকে মাংসভাত খেয়ে,
বুট পরে সানগ্লাস চোখে দিয়ে কাজে ফিরে গেলে।

দোতলার নিমছায়া রোদ,
একটা ঘুঘুপাখি বক্সরুমে বাসা করার ধান্দায় রোজ আসে।
সে আর আমি,
একা।
তাকে তাড়িয়ে দিলে বাথরুমের সবুজ মেঝেতে জল
হ্যাঙারে তোয়ালে, লেবুসাবান আর যুঁইতেল
এককোণে চুপ রবার ব্রাশ
অভদ্র জলকে বিনীত অনুমতিহীনতায় সহ্য করছে।

এই যদি বাড়ি হয়, এই যদি র‍্যাকে বই, ড্রেসিংটেবিলে পারফিউম, নখ-রঞ্জনী, পাউডার, এই যদি ওয়াড্রোববন্দী জামারা, দেওয়ালে ঘষটানো অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গাজন, পৌষসংক্রান্তি, তাক থেকে রামকৃষ্ণের চোখ, জলভরা পোর্সিলিন পাত্রে সাদা টগর, নীল অপরাজিতা, এই যদি সাতশ ছাপান্ন মনিহারী চ্যানেল নিয়ে সনি ওয়েগা, এই যদি খাটের গর্ভ হাঁৎড়ালে গতরাত্রের ব্লু-লেগুন, আর ফোন নিয়ে রসিকতার সময় বিপ্লবের হাতে ফ্রেমবন্দী দোঁহার হাসি—এই যদি, এই যদি সব - তবে তুমি কই গেলে?

ঘুঘুপাখি একটা বক্সরুমে থেকে দিব্যি সংসার পেতেছে।

ডাকবাংলো

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর আমি কচুপাতা দিয়ে মাথা ঢাকি, ভাদ্র আকাশে মহাকালের রথচক্র ছোটে, রেলব্রিজের নীচে জলকাদায় হারিয়ে যায় আমার পেনসিল বাক্সো, তাতে পার্কার পেন থাকে, আলমারির চাবি থাকে, গণেশ ও তিরুপতির ভারী রিং সহ, অস্বচ্ছ কাগজে লেখা থাকে পেইং গেস্টের ঠিকানা, ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে মনে হয় কোনওদিন প্ল্যাটফর্মে আসিবে না এ জীবন, সে শুধু আসবে নির্জন রাত্রে, ই. এম. ইউ. স্টপের নীচে যেখানে গাঁজার ধূম জ্বলে, অথবা কৃষ্ণচূড়ার পিছনে মিনিটে আট কিলোমিটার বেগে সাঁতরে আসছে শরতের অমল ভোরবেলা, তখন চায়ের ভাঁড় হাতে মনে প'ড়ে যাবে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গেস্ট হাউস, ভোজপুরি গান, নলকূপের ঘটাংঘট, অর্জুন ডালে লেগে থাকা পতনপূর্ব শিশির, মনে হয় টাপুর টুপুর কি ইলসেগুঁড়ি - সব রকম ধারাপাতের মধ্যে মাথায় কচুপাতা ধ'রে থেকে এ জীবন কেটে যাবে নির্বিবাদ ধবল গাভিনীর তৃণচর্বণার্থ গলার টুংটাং আওয়াজের ধ্বনিমায়ামোহে...

শান্তিনিকেতন

হৃদয়ে যখন ফাটাফাটি প্রেম ছিল,
তখন অকারণে লিখেছি বিরহের কবিতা
বুঝেছি, সারা আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
ঝুঁকে থাকবে মুখের দিকে
আর আমি, প্রাণে প্রেম দিলে না কেন ব্লেম করতে করতে
গুটিসুটি ঘুমিয়ে পড়ব ভ্যালিয়ম ফাইলের ভিতর
জানলার বাইরে উজ্জ্বল মধুমাস আমার সব প্রেমটুকু শুষে নিয়ে
শালের জঙ্গলে খুব লালরকম ঝলসে উঠেছে।

তালসারি

এক
ঢেউ নয়,
ঢেউ এর গর্জন নয়, এমনকী নয় গর্জমান পবনও
সমুদ্র থেকে উড়ে আসছে নৌসিকার চুল,
তার ভিতর খুব সোনালিভাবে আটকে রয়েছে
অডিসিউসের নৌকো।

দুই
সমুদ্রের সামনের খাঁড়ি
জোয়ারে ভ'রে গেলে
তার বুক ছেঁকে তুলে আনে
ইলিশ, পমফ্রেট, লোটে
দূরে কোথায় যেন সুবর্ণরেখা মিশেছে সাগরে, কাজুবনে,
আমরা ট্যুরিস্ট
পা দিয়ে লাল কাঁকড়া থ্যাঁতলাই
আর মোহনায় নিয়ে যাবে ব'লে ভটভটি বাইকাররা
বেলাভূমিজুড়ে প্রলোভন হেঁকে যায়...

তিন
চন্দনেশ্বর মন্দিরে বিয়ে হয় দুই উড়িয়া ছেলেমেয়ের
পাশ্চাত্যভঙ্গিমায় তারা রঙ্গখোর হবে না
এই সমুদ্রমথিত বালিতটে...

বাইশতম সন্তানকে এই নারী মাথায় থাবড়া মারবে,
ট্যুরিস্টদের মাছ ভেজে দিতে দিতে
তুলবে সাঁড়াশি।

বোধন

খাঁড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখেছি তোমার পিঙ্গল চোখ। তোমার হলুদ বরাভয়ের ভিতরে যে লাল লুকোনো ছিল অতশত লক্ষ করেনি কেউ, করেনি বলেই অত ধুনোর ধোঁয়া, অত বুড়োটে চামরের বাতাস, অত ডাড্ডা নাকুড়, ডাড্ডা নাকুড়, নাচছে কেমন পুরুত ঠাকুর আর বিল্বপত্র, চূড়া উঁচু নৈবেদ্যর থালা, এসব কমন ফ্যাক্টর, হলেও হতে পারত গোছের ভাবতে গিয়ে আমি দেখলাম তোমার গোলাপি পদ্ম কখন ধাতুসোনার হয়ে উঠেছে, সব রোদ তুমি একা ধরেছ প্রতিফলিত অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্যে, তারপর সবাই আভূমিপ্রণাম থেকে উঠে পড়ল যেই, ওম্নি সব স্থির..লাফের গমকে খুলে যাওয়া রূপোর মুকুট-ও সিংহ পড়ে নিয়েছে কখন, তখন তুমি দশঘরা, শ্রীকৃষ্ণপুরে বসুপরিবারের সনাতন দেবী দুর্গা, দশপ্রহরণধারিণী মোক্ষদা, কামদা, দুদিন পরে আতসবাজিসহ তোমায় মাথায় তুলে নাচতে নাচতে পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে টান মেরে খুলে দেবে তোমার ঝকমকে শাড়ি, বলবে- যাও, ঢের হয়েছে, এবার ওই বটের শেকড় মিশে গেছে যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো চুপচাপ একটি বৎসর — যতক্ষণ না আবার শাঁখ বাজিয়ে শিউলি ফুটিয়ে ডেকে আনছি কালো গভীর থেকে, ততদিন না হয় দুটো একটা বটফল খাও, বালকের ফাৎনা টেনে নাও কৌতুকে, তদ্দিন তোমার লাল বেনারসি রইল আমাদের জিম্মা

তাহলে, অস্ত্রের ভিতর পাটল চোখে কেন চাইলে, পিঙ্গলাক্ষী?